



113385 - বেশি সওয়াব পাওয়ার জন্য ইবাদতেরে কষ্টকর অবস্থাকে লক্ষ্য বানানো শরিয়তসম্মত নয়

প্রশ্ন

যে কোন ইবাদতেরে কষ্টেরে বেশি সওয়াব পাওয়ার জন্য কষ্টকর অবস্থাকে বছে নয়ো কি ব্যক্তির জন্য শরিয়তসম্মত? যমেন- গরম পানি থাকা সত্বেও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অজু করা কথিবা নকিটে মসজদি থাকা সত্বেও দূররে মসজদিে যাওয়া। কারণ আমি ইমাম শাতবেরি ‘আল-মুওয়াফাকাত’ কতিাবে পড়ছে যি, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টটাকে খুঁজে বড়ায় সে সওয়াব পাবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তি যদি কষ্টকর অবস্থাকে তার লক্ষ্য বানায় এতে করে তিনি কোন সওয়াব পাবনে না। বরং তার উপর অর্পতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কষ্ট হয় সজেন্য তিনি সওয়াব পাবনে। কনেনা, কষ্টটা কষ্ট হিসেবে ঙ্গপ্সতি নয়।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন তাঁর রচতি ‘কাওয়াদে’ বিষয়ক পংক্তগিলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলনে: এটি যখন সদিধান্ত হল যে, শরয়িত কষ্টকে কষ্ট হিসেবে লক্ষ্যস্থল বানায়নি। তাই কোন আমল যদি কষ্ট ছাড়া পালন করা যায় সক্ষেত্রে আমাদরে উচতি কষ্টকে নরিবাচন না করা। যদি কষ্টকে টার্গটে করা হয় সটো শরয়িতসম্মত হবে না। এর উদাহরণ হচ্ছ- কটে একজন বলল যে আমি পায়ে হটে হজ্জ আদায় করব; যাতে আমার হজ্জ করতে কষ্ট হয় এবং সওয়াব বেশি হয়। তাকে বলা হবে: কষ্টকে লক্ষ্য বানানো শরয়িতসম্মত নয়। কনেনা শরয়িতপ্রণতো কষ্টকে লক্ষ্যস্থল করনেনি। তাই আপনি আপনার এ কর্মরে মাধ্যমে শরয়িতপ্রণতোর উদ্দেশ্যে বপিরীত করছনে।

যদি কটে বল যে, হাদসিে এসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছনে, “কষ্ট অনুপাতে আপনি সওয়াব পাবনে” তাকে বলা হবে: এ হাদসিে যে কষ্টেরে কথা এসছে সটো মুকাল্লাফরে স্ব-প্রণোদতি কষ্ট নয়। বরং হাদসিে উদ্দেশ্য হচ্ছ, সেই কষ্ট যটো ইবাদত পালনে ঘটতে থাকে; মুকাল্লাফরে স্বচ্ছায় উদ্দেশ্যকৃত নয়। [সমাপ্ত]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকিে জিজ্ঞেসে করা হয়ছেলি:

কটে অপবতিরতা থেকে গোসল করার সময় কোন ধরণে পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব? ঠাণ্ডা পানি নাকি গরম পানি?



জবাবে তারা বলেন: সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষতি হোক তাঁর রাসুলের উপর, রাসুলের পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের উপর...। পর সমাচার:

মুসলিমি তার কল্যাণেরে দকি বিবেচনা করে ঠাণ্ডা কথিবা গরম পানি ব্যবহার করবে। এ বিষয়টি প্রশস্ত। আল্লাহর দ্বীন সহজ। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আল্লাহ তোমাদেরে জন্য সহজ করতে চান; তিনি তোমাদেরে জন্য কঠিনি করতে চান না”

আল্লাহই উত্তম তাওফিকিদাতা। আমাদেরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি কুয়ুদ।

[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৫/৩২৮)]

আল্লাহই ভাল জানেন।